BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS
& EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)
" Made in Bangladesh with Pride "
BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H 1, Sector # 17, Uttara, Dhaka-1230, Hot Line : 09638012345
E-mail : info@bgmea.com.bd, Web : www.bgmea.com.bd

Ref: সার্কুলার নংঃ বিজিএ/কাস/২০২২/ ১২৭ তারিখঃ ২৩/০৬/২০২২

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয় ঃ ঋণ শ্রেণিকরণ প্রসঙ্গে।

সম্মানিত সকল সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৯/০৬/২০২২ তারিখে বিজিএমইএ'র সম্মানিত সভাপতির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরের সাথে সভায় মিলিত হন। সভায় ঋণ শ্রেণিকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। বিজিএমইএ'র অনুরোধের প্রেক্ষিতে এবং কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ও সাম্প্রতিক সময়ে পুনরায় সংক্রামন বৃদ্ধি, দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সৃষ্ট বন্যার ক্ষয়ক্ষতি, আন্তর্জাতিক বাঁজারে কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি ও বহিঃবিশ্বের যুদ্ধাবস্থাসহ সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ শ্রেণিকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৪, তারিখ: ২২/০৬/২০২২ জারী করেছে।

আপনাদের প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জারীকৃত সার্কুলারটি এতদ্সংঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

২৩/৬/২২

মোঃ ফয়জুর রহমান
মহাসচিব

Shahinur-customs

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪

তারিখঃ ২২ জুন ২০২২
০৮ আষাঢ় ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ শ্রেণিকরণ প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৯, ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫১ এবং ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫৩ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বর্ণিত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারের মাধ্যমে প্রদত্ত সুবিধার আওতায় ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে জানুয়ারি/২১ হতে ডিসেম্বর/২১ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তি/অর্থের ন্যূনতম ১৫(পনের) শতাংশ আদায় হলে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ অশ্রেণিকৃত হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৩। কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ও সাম্প্রতিক সময়ে পুনরায় সংক্রমণ বৃদ্ধি, দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সৃষ্ট বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং বহির্বিশ্বে সাম্প্রতিক যুদ্ধাবস্থার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালসহ বিভিন্ন উপকরণের মূল্য ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ তাদের গৃহীত ঋণের বিপরীতে প্রদেয় কিস্তির সম্পূর্ণ অংশ পরিশোধে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের গোচরীভূত হয়েছে। এক্ষণে, বর্ণিত প্রেক্ষাপটে চলমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বজায় রাখা এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের গতিধারা স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবেঃ-

৩.১) জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬ এর অধ্যায়-৩ এ বর্ণিত সংজ্ঞানুযায়ী 'বৃহৎ শিল্প' প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বিতরণকৃত মেয়াদী প্রকৃতির ঋণ, যা ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অশ্রেণিকৃত অবস্থায় রয়েছে, এর বিপরীতে এপ্রিল/২০২২ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত সময়ে প্রদেয় কিস্তি/কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৫০(পঞ্চাশ) শতাংশ, জুলাই/২০২২ হতে সেপ্টেম্বর/২০২২ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৬০(ষাট) শতাংশ এবং অক্টোবর/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৭৫(পঁচাত্তর) শতাংশ যথাক্রমে জুন/২০২২, সেপ্টেম্বর/২০২২ এবং ডিসেম্বর/২০২২ ত্রৈমাসিকের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না।

৩.২) সিএমএসএমই ও কৃষি খাতে বিতরণকৃত মেয়াদী ঋণ, যা ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অশ্রেণিকৃত অবস্থায় রয়েছে, এর বিপরীতে এপ্রিল/২০২২ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত সময়ে প্রদেয় কিস্তি/কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ২৫(পঁচিশ) শতাংশ, জুলাই/২০২২ হতে সেপ্টেম্বর/২০২২ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৩০(ত্রিশ) শতাংশ এবং অক্টোবর/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৪০(চল্লিশ) শতাংশ যথাক্রমে জুন/২০২২, সেপ্টেম্বর/২০২২ এবং ডিসেম্বর/২০২২ ত্রৈমাসিকের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না।

৩.৩) ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বিদ্যমান অশ্রেণিকৃত তলবী প্রকৃতির ঋণসমূহ জুন/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে ৩টি সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধিত হলে উক্ত ঋণসমূহ ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না।

চলমান পাতা/০২

৩.৪) দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যা কবলিত জেলাসমূহ (সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় কর্তৃক চিহ্নিত বন্যা কবলিত জেলা) এর ক্ষেত্রেঃ

ক) কৃষি খাতে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত সময়কালে প্রদেয় কিস্তিসমূহ পরিশোধিত না হলেও উক্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না।

খ) সিএমএসএমই খাতে বিতরণকৃত মেয়াদী ঋণ, যা ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অশ্রেণিকৃত অবস্থায় রয়েছে, এর বিপরীতে এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত সময়কালে প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ ডিসেম্বর/২০২২ মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না।

গ) সিএমএসএমই খাতে বিতরণকৃত চলমান প্রকৃতির ঋণের ক্ষেত্রে যে সকল ঋণের মেয়াদ ইতোমধ্যে অতিবাহিত হয়েছে ও প্রচলিত নীতিমালার আওতায় ব্যাংক কর্তৃক নবায়ন করা হয়নি এবং ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অশ্রেণিকৃত অবস্থায় রয়েছে, সে সকল ঋণের সীমাতিরিক্ত অংশ (যদি থাকে) ডিসেম্বর/২০২২ মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করার শর্তে নবায়ন করতে হবে।

০৪। অনুচ্ছেদ-০৩ এ উল্লিখিত নির্দেশনা মোতাবেক ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান ঋণের পূর্ব নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ০১(এক) বছরের মধ্যে সমকিস্তিতে (মাসিক/ত্রৈমাসিক) প্রদেয় হবে। তবে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অবশিষ্ট মেয়াদকালের সাথে বর্ধিত ০১(এক) বছর সময়কে বিবেচনায় নিয়ে কিস্তি পুনঃনির্ধারণপূর্বক নতুন সূচি অনুযায়ী ঋণের কিস্তি আদায় করা যাবে।

০৫। অনুচ্ছেদ-০৩ এ উল্লিখিত নির্দেশনা মোতাবেক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণসমূহ যথানিয়মে শ্রেণিকরণের আওতাভুক্ত হবে।

০৬। এ সার্কুলারের মাধ্যমে ঋণের কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের উপর ১ এপ্রিল ২০২২ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য কোনরূপ দন্ড সুদ বা অতিরিক্ত ফি (যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন) আরোপ করা যাবে না।

০৭। বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫/২০১৯ এর আওতায় পুনঃতফসিলকৃত ঋণসহ অন্যান্য পুনঃতফসিলের মাধ্যমে অশ্রেণিকৃত হিসেবে প্রদর্শিত ঋণের জন্যও এ সার্কুলারের মাধ্যমে প্রদত্ত সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

০৮। ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ তাদের প্রদত্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে একই সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৯। এ সার্কুলারের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং উক্ত ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের বিষয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

১০। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৯(১)(চ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মাকসুদা বেগম)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২